

ଧ୍ୟାନ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ

ସ୍ଵାମୀ ଯତୀଶ୍ଵରାନନ୍ଦ

ବସ୍ତାନୁବାଦ—ଡଃ ଶଶାଞ୍ଜୁ ଭୂଷଣ ବନ୍ଦ୍ୟୋପାଧ୍ୟାୟ



ଉଦ୍ଘୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ
କଲକାତା

সূচীপত্র

প্রথম পর্ব আধ্যাত্মিক আদর্শ

প্রথম পরিচ্ছেদ : আধ্যাত্মিক অন্বেষণ

৩—১৭

আধ্যাত্মিক রূপান্তর—অধ্যাত্ম-পিপাসা ঈশ্বরের দুর্লভ আশীর্বাদ—জগতে চিরস্থায়ী সুখ হয় না—শ্রেষ্ঠত্ব লাভের সাধনা—সত্যের পরীক্ষা—সত্যের শক্তি—ঈশ্বরের অদর্শনে অতৃপ্তি—সাধু-সন্তদের আদর্শ—অল্প বয়সে শুরু করা উচিত

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : জ্ঞানাভীত ভাবোপলব্ধির আদর্শ

১৮—৩৪

আধ্যাত্মিক উপলব্ধি কেন আমাদের প্রয়োজন?—অনুভূতি—অপরোক্ষ ও পরোক্ষ—পুঁথিগত বিদ্যা যথেষ্ট নয়—জ্ঞানাভীত অনুভূতির স্তর—অবিদ্যা ও তার পরাজয়—মরমিয়া সাধকদের পথ—কর্ম-যোগ—রাজ-যোগ—ভক্তি-যোগ—জ্ঞান-যোগ—যোগের লক্ষ্য

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : জীবাত্মা ও তার নিয়তি

৩৫—৫২

সকল সমস্যার অন্তর্নিহিত মূল সমস্যা—জীববিজ্ঞানে এর ব্যাখ্যা—অমরত্ব সম্বন্ধে হিন্দুদের ধারণা—ভারতীয় চিন্তায় কর্মবাদ—পাশ্চাত্য ভাবনায় জীবাত্মার পূর্ব-অস্তিত্ব ও পুনর্জন্ম—মহান আচার্যগণ পূর্বজন্মের কথা জানতেন—শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের জীবন থেকে নজির—আমরা অমর কিন্তু আমরা তা জানি না

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : ঈশ্বর সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা

৫৩—৬৭

পরব্রহ্মের অন্বেষণ—আধ্যাত্মিক জীবনে ব্যক্তি বা সাকার ঈশ্বরের স্থান—প্রাচীন ভারতে ঈশ্বরীয় ধারণার পরিবর্তন—ঈশ্বরের সাকার ও নিরাকার ভাব—বিভিন্ন দেবতা থেকে ঈশ্বরে—মাতৃভাবে ঈশ্বরের উপাসনা—হিন্দুদের অবতারবাদ—ধর্মীয় সহনশীলতা ও সমন্বয়ের আবেদন

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : সাংসারিক কর্তব্য ও অধ্যাত্ম-জীবন

৬৮—৮৪

কর্তব্য কি?—কর্তব্য ও স্বার্থবোধ—অহংত্বের নানা রূপ—হিন্দুধর্মে কর্তব্য সম্বন্ধে ধারণা—বর্ণাশ্রম ধর্ম—গৃহস্থের কর্তব্য—নিজের প্রতি মানবের কর্তব্য—কর্তব্য ও আসক্তি—কর্তব্যের দ্বন্দ্ব—কর্মের মহৎ উদ্দেশ্য থাকা প্রয়োজন—অধ্যাত্মজীবনে অন্যের সহায়ক হওয়া

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : আধ্যাত্মিক আদর্শের শর্ত

৮৫—১০০

আদর্শে বিশ্বাস—ধর্মের মূল বিষয়গুলিকে আনুষঙ্গিক বিষয় থেকে পৃথক করা—
আত্মপ্রচেষ্টা—সংসারকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা—ঈশ্বর ও তাঁর কৃপা সম্বন্ধে সঠিক
দৃষ্টিভঙ্গি—নিজেদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন

দ্বিতীয় পর্ব
আধ্যাত্মিক অনুশীলন
(ক) প্রস্তুতি

সপ্তম পরিচ্ছেদ : ক্ষুরধারের ওপর চলা

১০১—১১৮

উপনিষদের শিক্ষা—ক্ষুরধারের ওপর দিয়ে চলার প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা—
ভেতরের ‘স্বিফস্’—বিশ্বকেন্দ্রিক হতে চেষ্টা কর—নৈতিক যোগ্যতার একটি
ন্যূনতম মান প্রয়োজন—বহিঃসৌন্দর্য নয়, অন্তঃসৌন্দর্য প্রয়োজন—আমাদের
ত্রুটি—আধুনিক মনস্তত্ত্ববিজ্ঞান ও নৈতিকতা—মধ্য পন্থা—শুদ্ধতা ব্যতিরিক্ত
একাগ্রতার শক্তি বিপজ্জনক হতে পারে—পরম সত্তার কাছে আত্মসমর্পণ কর

অষ্টম পরিচ্ছেদ : গুরু ও আধ্যাত্মিক নির্দেশনা

১১৯—১৩২

আধ্যাত্মিক জীবন গঠনে শিক্ষার প্রয়োজন—গুরুর করণীয়—গুরুর
প্রয়োজনীয়তা—আধ্যাত্মিক দীক্ষার শক্তি—মন্ত্রের শক্তি—শুদ্ধ মনই গুরুর কাজ
করে—অবতারই সর্বোত্তম আচার্য—সর্বকালের আচার্য

নবম পরিচ্ছেদ : জ্ঞানিজনের সংসর্গ

১৩৩—১৪৬

সাধুসঙ্গ প্রয়োজন—মূর্খের সংসর্গ পরিহার কর—প্রথমে নিজে উদ্ধার হও—
অপরকে নিন্দা করার প্রয়োজন নেই—আত্মস্তরিতারূপ বাধা—নিজ গুরুকে
কিভাবে দেখবে?—ভারতে গুরুবাদ—প্রবুদ্ধ আশীর্বাদ—নিজ ইষ্টের সঙ্গ

দশম পরিচ্ছেদ : ত্যাগ ও অনাসক্তি

১৪৭—১৬৫

ত্যাগ প্রয়োজন—ভালবাসা ও আসক্তি—প্রকৃত আত্মীয়—ঘৃণা আসক্তির মতোই
নিন্দনীয়—প্রথমে সাবধানতা চাই—প্রকৃত ত্যাগই ঈশ্বরানুরাগ—বৃথা আশা—
পিঙ্গলার উপাখ্যান—বিরক্তি বোধ—সাধু-সন্তদিগের দৃষ্টান্ত—ত্যাগের
রকমফের—অন্তরের অনাসক্তি—সংসার বৃক্ষ—জ্ঞান-খজা

একাদশ পরিচ্ছেদ : মনের পবিত্রতা—

অধ্যাত্ম জীবনের মৌলিক প্রয়োজন

১৬৬—১৮৩

সম্পূর্ণ জাগরিত হও—অধ্যাত্ম জীবনের সকল পথেই পবিত্রতার ওপরে জোর

দেওয়া হয়েছে—পবিত্রতা : পতঞ্জলি মতে—পবিত্রতার জন্য প্রার্থনা কর—
অতীত নিয়ে বেশি চিন্তাশ্রিত হবে না—কঠোর ব্যবস্থার প্রয়োজন—আত্ম-চিন্তা
কর—সূক্ষ্ম বাসনা—আধ্যাত্মিক মানুষের অধিকতর দায়িত্ব—প্রলোভন এড়িয়ে
চল—নৈতিক জীবনই আধ্যাত্মিক জীবনের পথ প্রদর্শক হবে—প্রকৃত উদ্দেশ্য

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : আধ্যাত্মিক জীবনে কাম নিয়ে সমস্যা ১৮৪—১৯৮

জীবনের ওপর কামের প্রভাব—চির কৌমার্য ও বিবাহ—গৃহস্থের কর্তব্য—
অবিবাহিতদের প্রতি সাবধানবাণী—স্ত্রী-পুরুষ-তত্ত্বের পারে—কেবল বীরপুরুষই
সত্যকে সহ্য করার ক্ষমতা রাখে—তোমার মনের প্রতারণা থেকে সাবধান—
অবিবাহিতদের প্রতি উপদেশ (ক্রমশ)—শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী—
আধ্যাত্মিক স্তরে সমাধান

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ : ব্রহ্মচর্যব্রত বা ইন্দ্রিয় সংযম

(চিরকুমারদের প্রতি বিশেষ উপদেশ) ১৯৯—২১২

ব্রহ্মচর্যের প্রয়োজনীয়তা—পাশ্চাত্যে ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে ভুল ধারণা—মহান সন্তদের
দৃষ্টান্ত—ব্রহ্মচর্য পালন—বাস্তব সহায়তা—মনের স্তরে কাম সংযমন—কাম
দমনের আরো কিছু কার্যকরী প্রস্তাব—চেতনার পরিবর্তন—চরম সমাধান

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ : শক্তি

২১৩—২২৩

শারীরিক শক্তি—মানসিক শক্তির পরীক্ষা—বিশ্বাস ও অধ্যবসায়—সিদ্ধান্তে
আসার পারদর্শিতা—সংচিন্তাকেও সংযত রাখার সামর্থ্য—নির্ভীকতা—অহিংসা—
সত্যের ক্ষতিকর দিক—আত্মার চিন্তা কর

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ : ব্যক্তিত্ব ও আন্তরিক সমতার একীকরণ ২২৪—২৩৭

আমাদের ভর-কেন্দ্র—মনের জটিলতা (চিত্তাচ্ছন্নতা)—দ্বন্দ্বের কারণ—‘ব্যক্তিত্ব’
কথাটির অর্থ—ব্যক্তি ও বিশ্ব—ব্যক্তিত্বের সংহতি কাকে বলে?—সংহতির পথে
পদক্ষেপ—অসংহতি থেকে সংহতি—বিশ্ব-চৈতন্যে ব্যক্তিত্বের সংহতি

ষোড়শ পরিচ্ছেদ : ঈশ্বরপ্রেম

২৩৮—২৫৫

প্রকৃত ঈশ্বরপ্রেম—ভক্তের রকমফের—ঈশ্বরপ্রেমের শক্তি—ঈশ্বরের দিকে মোড়
ফেরাও—সব ভ্রান্ত ইষ্টগুলিকে সত্য ইষ্ট দেবতায় মিশিয়ে দাও—ধর্ম সম্বন্ধে অতি
গোঁড়া হয়ো না—ব্যক্তিক-নৈর্ব্যক্তিক প্রেম

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ : আত্ম-সমর্পণ

২৫৬—২৭৩

ঈশ্বরীয় দিব্যশক্তি—অনিশ্চয়তার আশীর্বাদ—অহমিকাই দুঃখের প্রধান কারণ—
দুঃখ ভোগকে আধ্যাত্মিক শক্তিতে পরিণত কর—কর্ম ও ভগবৎ কৃপা—
জগন্মাতার লীলা—ঈশ্বরের হাতে যন্ত্রস্বরূপ হও—কিছু প্রায়োগিক প্রস্তাবনা

দ্বিতীয় পর্ব আধ্যাত্মিক অনুশীলন (খ) প্রণালী

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ : যোগ-বেদান্ত সংশ্লেষণের পথ ২৭৭—২৯৫

প্রাথমিক শৃঙ্খলার প্রয়োজন—ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুল হও—ক্রম-বিন্যস্ত পথ—
গুরুকরণ কি অত্যাবশ্যক—মনকে কি করে শুদ্ধ করা যায়—যোগের আটটি
ধাপ—ঈশ্বরোপাসনা—জপ ও ধ্যান—আধ্যাত্মিক জীবন সেবার জীবন

উনবিংশ পরিচ্ছেদ : ধ্যানশীল জীবনে যা অবশ্য করণীয় ২৯৬—৩১১

আমাদের সামনে যে পথ রয়েছে—তোমাদের আধ্যাত্মিক ক্ষুধা হোক—স্বামী
ব্রহ্মানন্দ কি শিখিয়েছিলেন—প্রাথমিক পর্যায়গুলি—পরিবেশের নিন্দা করো না—
প্রথমে শরীরের প্রশিক্ষণ—নৈতিক শৃঙ্খলা—মানসিক সমন্বয়সাধনে ব্রতী হও—
দেহের অঙ্গবিন্যাস (আসন)—সকলের জন্য প্রার্থনা করবে—শ্বাসগ্রহণের
তাৎপর্য—বাসনাগুলিতে আধ্যাত্মিক ভাব আরোপ কর—ঈশ্বরের মন্দির—
কিভাবে ধ্যান করতে হবে—গুরু অন্তরে বিরাজ করেন—ঈশ্বরের কাছে আত্ম-
সমর্পণ—একটি নির্দিষ্ট ভাব গড়ে তোল—একই আত্মা সকলের অন্তরে—নিজ
মুক্তি ও জগৎ কল্যাণের জন্য

বিংশ পরিচ্ছেদ : একাগ্রতা ও ধ্যান ৩১২—৩২৫

সব রকম একাগ্রতাই ধ্যান নয়—নিয়মানুবর্তিতার প্রয়োজন—মনের শুদ্ধি
প্রয়োজন—আসন—ছন্দোবদ্ধ শ্বাস-প্রশ্বাস—ধ্যানের বিষয়বস্তু—চেতনার
কেন্দ্র—চেতনাকেন্দ্র-স্বরূপ হৃদয়—হৃদয়কেন্দ্রের গুরুত্ব—হৃদয়কেন্দ্রটি কোথায়?
—হৃদয়েই জীবাত্তার সঙ্গে ঈশ্বরের সংযোগ হয়

একবিংশ পরিচ্ছেদ : ধ্যানশীল জীবনের জন্য

কিছু কার্যকর পরামর্শ ৩২৬—৩৪৭

ধ্যানেই বিশ্বামের অনুসন্ধান—নিজের মধ্যেই নির্জনতা খোঁজ —নির্দিষ্ট কার্যসূচী
পালন কর—ধ্যানের উৎকর্ষ বাড়ান—শুভ দিনগুলি—ধ্যানের সময়—ঘুম সম্বন্ধে
নির্দেশ—একটি নির্দিষ্ট চেতনা-কেন্দ্রকে ধরে থাক—আহার সংযম—আসন—
ছন্দোবদ্ধ শ্বাসক্রিয়া (প্রাণায়াম)—সদা সতর্কতা প্রয়োজন—তোমার পরিবেশের
সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা—ঈশ্বরের প্রতি একটা নির্দিষ্ট ভাব গড়ে তুলতে চেষ্টা কর—
নিজ মনকে নিপুণভাবে চালাতে শেখ—সর্বদা একমাত্র ঈশ্বরমুখী হও—সরলতার
প্রয়োজন—প্রথমে যথার্থ ভদ্রলোক হও—ধৈর্যশীল হতে শেখ—নালিশ করা বন্ধ
কর—অন্তরে ও বাইরে সমন্বয় প্রতিষ্ঠা কর

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ : অধ্যাত্ম জীবনে প্রার্থনার স্থান ৩৪৮—৩৬৩
 প্রার্থনা—সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক—হিন্দুধর্মে আধ্যাত্মিক প্রার্থনার ধারা—ঈশ্বরই
 শোধনকর্তা ও পরিত্রাতা—ভক্তের ঈশ্বর প্রেমের গভীরতা—হিন্দু আধ্যাত্মিক
 অভিজ্ঞতার সর্বগ্রাহী প্রসার

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ : মরমী সাধনা ৩৬৪—৩৮২
 সব ঈশ্বরকে নিবেদন কর—উপাসনা বা মানস পূজা—প্রতীকের মাধ্যমে
 সাধনা—হিন্দুদের কয়েকটি ধর্মীয় প্রতীক—পূজার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক উন্নতি—
 এই শরীর দেব-মন্দির স্বরূপ—জপ—মরমী সাধনার শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি—শুদ্ধ
 ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন—উপসংহার

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ : ঈশ্বরের নামের শক্তি ৩৮৩—৪০৩
 কথার শক্তি—পবিত্র শব্দ ওঁ—ঈশ্বরীয় বাণী এবং নাদ ব্রহ্ম—মন্ত্র কি?—জপের
 শক্তি—পৃথিবীর নানা ধর্মে জপ-প্রণালী—হিন্দুধর্মে জপ পদ্ধতি—কয়েকটি
 কার্যকরী ইঙ্গিত—ঈশ্বরীয় নামের শক্তি

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ : নিরাকারের ধ্যান ৪০৪—৪১৮
 অদ্বৈতবাদ হলো সুদূর লক্ষ্য—বহুর পেছনে এক—নানা রকমের নিরাকার
 ধ্যান—প্রথমে নিজেকে নিয়ে আরম্ভ কর—চেতনাস্তর সমূহ—নৈর্ব্যক্তিক বা
 নিরাকার ধ্যান—আত্মায় মগ্ন থাক—আত্মার কথা ভাবতে ভাবতে আমরা আত্মাই
 হয়ে পড়ি—উপাসনা ও বিশ্লেষণ—দ্বিমুখী প্রণালী

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ : ঈশ্বর সান্নিধ্যের সাধনা ৪১৯—৪৩৭
 মনকে উচ্চতর স্তরে রক্ষা করা—সাধনায় নিরবচ্ছিন্নতা—ঈশ্বরের সঙ্গে অন্তরের
 যোগ—অতিরিক্ত কাজ বাধাস্বরূপ—কর্ম ও উপাসনা—তীব্রতা প্রয়োজন—
 অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া—জগতের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন—
 মহাজাগতিক শক্তির নিয়ন্ত্রণ—উচ্চতর কেন্দ্রের উন্মোচন—আন্তর নিয়ন্ত্রণ—
 আহত হলেই সে আঘাত ঈশ্বরে সমর্পণ কর

তৃতীয় পর্ব আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ : অসৎ থেকে সৎ ৪৪১—৪৫৮
 মানব ও সংস্করণ—অহং-ভাবের প্রাথমিক সচেতনতা—অধ্যাত্ম জীবনের
 মৌলিক নিয়মাবলী—যুক্তির ভিত্তি—দ্রষ্টার প্রকৃতি—অন্তরের দীপ্তি—ঐ স্বত্ত্বাকে

কিভাবে জাগিয়ে তোলা যায়?—তিন রকম শরীর—ব্যক্তি ও বিশ্ব—ভৌত জগতের স্বরূপ—যথার্থ স্বরূপ ও আপাত প্রতীয়মান বস্তু—সৎ (সত্য) ও চিত্ত (চেতনা)

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ : আধ্যাত্মিক রূপান্তর

৪৫৯—৪৭৪

আকস্মিক পরিবর্তন—অন্তঃপরিবর্তনের কারণ—অজ্ঞান, পরিবর্তনের প্রধান বাধা—প্রত্যেক মানুষেই পরিবর্তন আসতে পারে—মানবিক অভ্যাস ও প্রবণতা—আমাদের অন্তরস্থ দেবতা ও অসুর—জীবাত্ত্বার মুখোশ—চারিত্রিক রূপান্তর—আধ্যাত্মিক পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ : সাধনার প্রতিক্রিয়া

৪৭৫—৪৯৫

অধ্যাত্মজীবন যেন এক বেড়া-ডিম্বানো দৌড়—প্রতিক্রিয়াগুলির প্রকৃতি—প্রতিক্রিয়ার কারণ—তোমার চেতনাকে দিব্য-চেতনার সঙ্গে যুক্ত কর—তোমার চেষ্টা ছাড়বে না—সাধক সহানুভূতিশীল ব্যবহার চায়—তোমার উচ্চতর চেতনা-কেন্দ্রটিকে ধরে থাক—তীর্থযাত্রীর অগ্রগতি—আধ্যাত্মিক সংগ্রাম ও প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হওয়া যায় কিভাবে?—সংগ্রামে নানা হাতিয়ার

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ : আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার বাস্তবতা

৪৯৬—৫১৬

এ কালের সংশয়—মহাশয়, আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন?—পরোক্ষ জ্ঞান যথেষ্ট নয়—ধর্মের পরশপাথর—স্বপ্ন ও বাস্তবতা—মনোজগতের রহস্য—প্রকৃত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতায় তোমার কি লাভ হয়—আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ : আধ্যাত্মিক উন্মেষ

৫১৭—৫৩৭

দেহ, মন ও আত্মা—সুষুপ্তা, ইড়া ও পিঙ্গলা—চক্র বা চেতনা কেন্দ্র—ঐ সর্প-শক্তির সঙ্গে ছেলেখেলা করো না—আধ্যাত্মিক বিকাশ কদাচিত্ত সমভাবে হয়ে থাকে—কুণ্ডলিনী জাগ্রত করবার শ্রেষ্ঠ উপায়—কুণ্ডলিনীর উর্ধ্বগতি—সম্পাদকের মন্তব্য—আধ্যাত্মিক অগ্রগতির প্রাথমিক স্তর—অদ্বৈত ভাবের অনুভূতি—বিজ্ঞান—অখণ্ড অনুভূতি

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ : এই জীবনেই প্রকৃত মুক্তি লাভ

৫৩৮—৫৫৪

আধ্যাত্মিক মুক্তির আদর্শ—যথার্থ মুক্তি—গুণগত বন্ধন—নৈতিক মুক্তি—আধ্যাত্মিক মুক্তির দিকে এক ধাপ—স্বর্গসুখ লাভই জীবনের উদ্দেশ্য নয়—বেদান্তের আদর্শই হলো পরম মুক্তি—বিশুদ্ধ জ্ঞান—চরম মুক্তির পথ—অহং—কারাগারের স্থপতি—নিজে মুক্ত হও, পরে অপরকে (মুক্ত হতে) সাহায্য কর

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ : মুক্ত জীবন

৫৫৫—৫৭৬

জীবনমুক্তি—মুক্ত পুরুষের লক্ষণ—জগতের আচার্যগণের দৃষ্টান্ত—সাধু-সন্তদের

দৃষ্টান্ত—খ্রীস্টীয় মরমী সাধকগণ—সুফি মরমী সাধকগণ—শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যগণ

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ : কালের বালুকারাশিতে পদচিহ্ন ৫৭৭—৬১৭

ভারত ও হিন্দুধর্ম—দক্ষিণ ভারতের আলোয়ারগণ—দক্ষিণ ভারতের শৈব
(নায়নমার) সন্তগণ—মহারাষ্ট্রের সন্তগণ—উত্তর ভারতের সন্তগণ—বাংলার
সন্তগণ

চতুর্থ পর্ব আধ্যাত্মিক টুকিটাকি

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ : আধ্যাত্মিক টুকিটাকি ৬২১—৬৫৫

গ্রন্থে উদ্ধৃত গল্প, আখ্যান ও মনস্তাত্ত্বিক
ঘটনাবিবরণের তালিকা ৬৫৭—৬৬০

গ্রন্থে উদ্ধৃত শ্লোক-সূচী ৬৬১—৬৬২

নির্দেশিকা ৬৬৩—৬৮৫